প্রথম আলো

তারিখ ... 19 MAY 2015
পৃষ্ঠা ৫ ... কলাম ২

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল

ছাত্রীকে নিগ্রহের প্রমাণ পেয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

রাজধানীর মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিশু শিক্ষার্থীকে নিপীড়নের অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে স্কুলেরই গঠিত তদন্ত কমিটি। নিপীড়নের অভিযোগে কর্তৃপক্ষ ওয়াই গোপাল নামের এক পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে চাকরিচ্যুত করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ারও সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এ ছাড়া স্কুলের ইংরেজি মাধ্যমের বালিকা শাখার উপাধ্যক্ষ জিন্নাতুন নেসাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। গত রোববার বিকেলে বিদ্যালয় ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় এসব সিদ্ধান্ত হয়। সোমবার এসব সিদ্ধান্ত বিদ্যালয়ের ফটকে টাঙিয়ে দেওয়া হয়।

ফটকে টাঙানো বিজ্ঞপ্তিতে কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছে, যৌন হয়রানির অভিযোগের সুযোগে কয়েকজন অভিভাবক ও বহিরাগতরা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষসহ শিক্ষকদের সবার সামনে গালিগালাজ ও শারীরিক লাঞ্ছনাও করেছে।

৫ মে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রথম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে যৌন হয়রানি করার অভিযোগ ওঠার পর অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ওই শিক্ষার্থীর অভিভাবক কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করেন ৯ মে। কিন্তু প্রধান শিক্ষক ও অন্য শিক্ষকেরা বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ ওঠে। এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন অভিভাবকেরা। কয়েক দিন ধরে ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ঘটনা ঘটার পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ গতকাল বিভিন্ন সিদ্ধান্তের কথা জানায়।

প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বেলায়েত হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, বিদ্যালয় গঠিত তদন্ত কমিটি একজনকে শনাক্ত করেছে। তাঁকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। এ ছাড়া আরও কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্কুলের ফটকে বিজ্ঞপ্তিতে সেগুলো টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ফটকে টাঙানো বিজ্ঞপ্তিতে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নিরাপত্তা বাড়াতে স্কুলের বালিকা শাখায় ১২টি সিসি ক্যামেরা বসানো, প্রতিষ্ঠানের বালিকা শাখা থেকে সব পুরুষ কর্মচারীকে স্থানান্তর করা, ছাত্রীদের প্রতিটি টয়লেটের সামনে একজন করে আয়া নিয়োগ এবং নারী নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োগসহ অন্যান্য ব্যবস্থাও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া নিয়মিত 'অভিভাবক-শিক্ষক' মতবিনিময় সভার আয়োজন করবে কর্তৃপক্ষ। প্রতি তিন মাসে শাখাভিত্তিক মতবিনিময় সভার একটি প্রতিবেদন প্রতিটি শাখাপ্রধান ও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে দাখিল করা হবে।